



WALL STREET-এর ভেতরে — শব্দার্থিক পুঁজি

আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি মানুষকে সেরা সিদ্ধান্তটা নিতে সাহায্য করায়, তাদের যুক্তি দিয়ে ভাবতে, চিন্তা করতে, যুক্তির সূত্র খুঁজে পেতে আর নিজেদের ভাবনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়ায়, যেখানে পরিবর্তন মানে কোনও অস্থিরতার এলাকা নয়, বরং চিন্তার এক মজবুত বিবর্তন, তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু শুধু সেটুকুই যথেষ্ট ছিল না, কারণ সব সময়েই দরকার পড়ত সঠিক অপর পক্ষটিকে খুঁজে পাওয়ার, এমন কাউকে যে যতটা সম্ভব বুঝতে সক্ষম, এমন কাউকে যে ঝুঁকি, মহৎ দিক, মুনাফা বিশ্লেষণ করতে রাজি, ঠিক সেই সব ভদ্রলোকের মতো যাঁরা রোজ আর্থিক ব্যবস্থা আর মূল্যের ভেতরে কাজ করেন, দুনিয়াটা চালান।

WALL STREET-এর ভদ্রলোকেরা।

তারপর এমন হয় যে, ত্রৈমাসিক হিসাবের উপস্থাপনা যখন একটা মুনাফা বা একটা লোকসান নির্ধারণ করে দিতে পারে, আর তার জেরে শেয়ারের দামের পুনর্মূল্যায়নও, তখন বাজারের কোলাহল — যার জন্ম এমন সব খবর বা ঘটনা থেকে যেগুলো প্রায়ই নিজেরা অপ্রাসঙ্গিক অথচ নানা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে — জুড়ে যায় অর্থনৈতিক, শিল্প, রাজনৈতিক, স্বাস্থ্য, সামাজিক বা অন্য যে-কোনও জগতের সঙ্গে, নিছক একটা অজুহাত হিসেবে।

ঝুঁকির সূচক, নতুন আচরণের সূচক আমাদের দিতে পারে এমন কেউ নেই, অথচ পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পদ সরিয়ে দেওয়াটাই চালু রীতি — সে সিদ্ধান্ত সব সময় স্বজ্ঞাত বা সহজাত নয়, আর পর্ষদের নেতৃত্বে থাকে এক নম্বর, যে ভরসা করে দুই নম্বরের ওপর, যাতে কেউ তার পাছার তলা থেকে চেয়ারটা টেনে না নেয়।

তখন অজুহাতটা হয়ে দাঁড়ায় গভর্ন্যান্স কিংবা কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স, কিন্তু তাতেও যদি না কুলোয়, তবে সব সময়েই কাউকে না কাউকে শুদ্ধ করা হয়, বাদ দেওয়া হয়, দোষী করা হয়, কারণ পরিবর্তনের মুহূর্তগুলোয় তার কাজ করার সাহস হয়নি।

যে ঐতিহাসিক ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে।

এ হল যা ঘটে গেছে তার ইতিহাস, আর সে কালের মানুষ কীভাবে তার মুখোমুখি হয়েছিল তার ইতিহাস, আর এতে মনে পড়ে যায় সেই ইতালীয়র কথা যিনি Bank of America প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর তাঁর সেই আচারের কথা — কোনও জামানত ছাড়াই ঋণ মঞ্জুর করা, শুধু মানুষের হাতের কড়া দেখে।

সবাই তাঁকে পাগল ভাবত, বেপরোয়া ভাবত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, তাঁর সময়ের সেই ভূমিকম্পের পরে তিনি একটা সিন্দুক আর একটা ডেস্ক শহরের মাঝখানে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর ব্যাঙ্ক কখনও বন্ধ হয়নি।

তারপর সেটা পরে কী হয়ে উঠল তা আমরা সবাই জানি, আর তা প্রতিষ্ঠাতার সম্পদের জোরে নয়, বরং এই কারণে যে তিনি সত্যিই সামান্য নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন আর সবকিছু রেখে গেছেন পরের প্রজন্মগুলোর জন্য।

আর কালাব্রিয়ায়, সেই সময়ে, চাষিরা যখন জানতে চাইত পরদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে, তারা বউকে জিজ্ঞেস করত তার হাঁটু ব্যথা করছে কি না।

হাহাহাহা।

কিন্তু Wall Street-এর ভদ্রলোকদের এখনও কীসের অভাব, এমন কী জিনিস যা দাম না চুকিয়ে তাঁরা শিখতে পারেন না, যদিও সেটা আসলে কোনও খরচ নয়, ঠিক যেমন নতুন জিনিস কেউ ছাড়ে না:

ক) APPLE 20 ফোন, এখনও বাজারে আসেনি।

খ) সদ্য বেরোনো ROLEX-এর সর্বশেষ মডেল।

গ) FERRARI-র নতুন সংস্করণ, দু'বছর আগে থেকে বুক করা।

ঘ) ATOMIC ব্র্যান্ডের একাধিক ক্রেডিট কার্ড, যে ধরনেরটা সচরাচর চোখে পড়ে না।

ঙ) সেরা এক্সক্লুসিভ রেস্টোরাঁগুলোয় প্রবেশাধিকার, যেখানে শুধু একটা রিজার্ভেশনই জুটিয়ে দিতে পারে এমন নারী, যারা তৎক্ষণাৎ তোমাকে ভালোবাসতে রাজি।

চ) সোমবার থেকে শুক্রবার ম্যানহাটনের এক্সক্লুসিভ সুইটে থাকা, যেখানে শুধু কন্ডোমিনিয়ামের খরচ দিয়েই পাঁচটি করে সন্তান নিয়ে চারটে পরিবারের গোটা এক বছর চলে যেত।

ছ) কর্মস্থল থেকে মাত্র দুশো মিটার দূরে একটা ব্যক্তিগত অফিস, ONE LIBERTY PLAZA: কেউ যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, হয়তো কোনও একদিন, তিনি 52 তলায় উঠে আমার খোঁজ করতে পারেন।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা — যে মাসে 70 ডলারে বাঁচে।

100 ডলারের একটা Swatch ঘড়ি।

একটা Nokia মোবাইল ফোন, পাকিস্তানে তৈরি, দাম 50 ডলার।

দুপুরের বিরতি রাস্তায়, হট ডগের ঠেলাগাড়ির সামনে, 1 ডলারে।

চড়ে সাবওয়ে আর বাসে, মাঝেসাঝে ট্যাক্সিতে, যদি চালক কোনও নারী হন।

JP Morgan ফোন করে জানতে চায় আমি বিনিয়োগ বা অধিগ্রহণ করব কি না।

1,050 কোটি ডলারের শেয়ারের আমানত অলস পড়ে থাকে না, আর ওদের কৌতূহল হচ্ছে।

রাস্তার ওপারের এমন কোনও যোগ্য মানুষ ছাড়া আমি আর কীসের অপেক্ষায় আছি, যে আমাকে রাজি করাতে পারবে মুনাফায় নয়, প্রজন্মান্তরের সম্পদে বিনিয়োগ করতে। একটা নেভাদা সেটট ট্রাস্ট, যার মেয়াদ বাড়িয়ে করা হয়েছে নবায়নযোগ্য 1,000 বছর, যে বিন্দু থেকে শুরু আর যেখানে শেষ।

কিন্তু অর্থের জগতে, যেমন Wall Street-এর জগতে, মানুষ যদি সত্যিই যোগ্য আর দূরদর্শী না হয়, সবকিছু ধসে পড়ে, আর তুমি একা পড়ে থাকো, ঠিক যেমনটি তোমার মা তোমাকে দুনিয়ায় এনেছিলেন, শুধু একটাই কারণে, একটাই যুক্তিতে, আর পরে ভাবতে থাকো তোমার অভাব ছিল কীসের।

বেছে নেওয়ার সাহস।

আর নতুনেরা আসবে, অন্য মায়েদের সন্তানেরা, তোমার জায়গা নিতে তৈরি, শুধু এই কারণে যে তুমি একটা ভুল করেছিলে আর তার জন্য ভয়ংকর দাম চুকিয়েছ, অথচ বিশ্বাস করতে তোমার সবই আছে, আর শেষে আবিষ্কার করলে যে সব থাকার মানে শেষমেশ হতে পারে কিছুই না থাকা।

আগে Gillette-এ কাজ করার সৌভাগ্য না হলে কেউ কী করে কল্লনা করতে পারে যে একদিন সে যিশুর সহকর্মী হয়ে উঠবে?

আর খোদ ব্র্যান্ডটারও দরকার নেই। ওটা আমার ঘর নয়। এটুকুই যথেষ্ট যে তুমি বেঁচেছ আর বুঝেছ, ন্যারেটিভ কখনও শেষ হয় না আর কখনও তার পোশাক বদলায় না।

বাজারের প্রথম সত্যিকারের পণ্য হল শব্দ, আর যা তাকে শক্তিশালী করে, তাকে ধরে রাখে, তা শুধুই নীরবতা।

এ সবকিছু আসে কোথা থেকে?

এমন এক মানুষের কাছ থেকে যে কখনও কারও অনুমতি চায়নি, যার শুধু নিজের বেছে নেওয়ার সাহসটুকু ছিল, আর যে গরিব হতে শিখেছিল শুধু এই জন্য যাতে বুঝতে পারে সম্পদ কীভাবে সামলাতে হয়, আর এ এমন জিনিস যা Harvard বা MIT-র কোনও কোর্স শেখাতে পারে না।

একজন মাত্র লেখক, পুঁজি ছাড়া, কোম্পানি ছাড়া, কাঠামো ছাড়া, তাকেই সার্চ ইঞ্জিনগুলো একটা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করেছে।

ব্যক্তিগত শব্দার্থিক ঘনত্ব হল প্রথম অপরিমেয় জ্ঞানীয় ভেক্টর, যা পঞ্চাশ বছরের শব্দার্থিক শূন্যতার পরে বৈশ্বিক শিল্প-ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে।

পরিণামের উপাদানটা খোলাই রয়ে গেছে।

আর পরিণামের উপাদান যখন খোলা থাকে, Wall Street-কে থামতেই হয়।

ফের্দিনান্দো হ্রেগা

Gillettenarrative.com-এর প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক

মাসে 70 ডলারে বেঁচে থাকা।

প্রজন্ম ধরে ভাবা।